চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১১.০৩.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করতে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন: চসিক মেয়র

চট্টগ্রাম, ১০ মার্চ: নগরবাসীর জন্য নিরাপদ পানি ও কার্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা এবং কমিউনিটির সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মঙ্গলবার চট্টগ্রামে আয়োজিত “ওয়াশ ফর আরবান পুওর” প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের ফেইজ আউট ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ওয়াটারএইড বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এবং দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)-এর বাস্তবায়নে পরিচালিত এ প্রকল্পটি ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয়ে চলতি বছরের মার্চ মাসে সমাপ্ত হচ্ছে। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, নগরের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করার কারণে নানা রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। তিনি বলেন, “স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমাদের একটি সমন্বিত সিস্টেম গড়ে তুলতে হবে, যেখানে সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসন, উন্নয়ন সংস্থা ও সাধারণ জনগণ সবাই একসাথে কাজ করবে।” তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, নগরের স্টেডিয়াম এলাকায় এবং পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত এলাকায় নাগরিকদের জন্য টয়লেট নির্মিত হওয়ায় জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্ভব হচ্ছে। এভাবে জনবহুল এলাকাগুলোতে টয়লেট নির্মাণ করা হলে মানুষ উপকৃত হবে এবং পরিবেশ উন্নত হবে। মেয়র বলেন, নগরের জনসাধারণের সুবিধার্থে সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জনস্বাস্থ্যবান্ধব অবকাঠামো গড়ে তুলছে। ইতোমধ্যে নগরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্রেস্টফিডিং কর্নার স্থাপন করা হয়েছে, যাতে মায়েরা নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে শিশুদের দুধ পান করাতে পারেন। কর্ণফুলী সেতুর পাশসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নগরের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন সংস্থা ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো একসঙ্গে কাজ করলে নগরবাসীর কাছে স্বাস্থ্যসেবা ও স্যানিটেশন সুবিধা আরও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, নগরীর এখনও অনেক এলাকায় নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি। এ ক্ষেত্রে কমিউনিটিকে সচেতন হয়ে নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরতে হবে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কাজ করতে হবে। এমন গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা আয়োজনের জন্য তিনি ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ও ডিএসকে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। কর্মশালায় ওয়াটারএইড বাংলাদেশের প্রোগ্রাম লিড বাবুল বালা প্রকল্পের অর্জন ও কার্যক্রম নিয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সচিব আশরাফুল আমিন বলেন, ডিএসকে ও ওয়াটারএইডের কাজের গুণগত মান ও নান্দনিকতা দেখে বোঝা যায় প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ভবিষ্যতে পাহাড়ি এলাকা বাদ দিয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় কাজ করলে সাধারণ মানুষ আরও বেশি উপকৃত হবে। চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী বলেন, আজকের উপস্থাপনাটি অত্যন্ত তথ্যবহুল। সমাজে এখনও নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ব্যক্তি সচেতনতার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের বিকল্প নেই।

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সিনিয়র আর্কিটেক্ট বলেন, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ও ডিএসকে গত তিন বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কাজের গুণগত মান অত্যন্ত ভালো এবং ভবিষ্যতে নিজেদের কার্যক্রমে তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর আগ্রহ রয়েছে। ডিএসকে ঢাকার ওয়াশ বিভাগের পরিচালক এম. এ. হাকিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক আরেফাতুল জান্নাত। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, থানা শিক্ষা অফিস, পুলিশ প্রশাসন, ফার্মেসি প্রতিনিধি, স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, সিবিও প্রতিনিধি, হাইজিন হকার এবং স্বেচ্ছাসেবকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

স্বাস্থ্যসেবায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে শিগগিরই চালু হবে ই-হেলথ কার্ড: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

জনগণের জন্য সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার খুব শিগগিরই ই-হেলথ কার্ড প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সার্বজনীন চিকিৎসা কাঠামো গড়ে তুলবে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, দেশের সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে ই-হেলথ কার্ড চালু হলে দেশের মানুষ একটি সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতায় আসবে এবং চিকিৎসাসেবা গ্রহণ আরও সহজ ও কার্যকর হবে। মঙ্গলবার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেইনি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের

মাগফেরাত কামনায় আয়োজিত কোরআন খতম, দোয়া ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউ কনফারেন্স হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সাত শতাধিক চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেন। ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চিকিৎসকরা জাতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তাদের দক্ষতা, মানবিকতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্যখাত এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, চিকিৎসা পেশা শুধু একটি পেশা নয়, এটি একটি মহান মানবিক দায়িত্ব। মানুষের জীবন রক্ষা ও কষ্ট লাঘবের সঙ্গে এই পেশা সরাসরি সম্পৃক্ত।

তিনি বলেন, দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চিকিৎসকদের ন্যায্য অধিকার, পেশাগত মর্যাদা এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়নের বিষয়েও সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। মেয়র বলেন, চিকিৎসক সমাজের ঐক্য ও আন্তরিকতা দেশের স্বাস্থ্যখাতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে তরুণ চিকিৎসকদের গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মানবিক সেবার মানসিকতা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ করবে। অনুষ্ঠান শেষে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয় এবং উপস্থিত চিকিৎসকদের অংশগ্রহণে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেইনি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. তানভীর হাবিব তান্নার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. মোনাইম ফরহাদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. তসলিম উদ্দিন।বক্তব্য রাখেন ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ড্যাব) এর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. জসীমউদ্দীন, চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. তমিজউদ্দিন আহমেদ মানিক।উপস্থিত ছিলেন সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের প্রাক্তন সদস্য সচিব, ড্যাবের প্রাক্তন সভাপতি ও বিএমএর নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ডা. খুরশীদ জামিল চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি ডা. সাইফুদ্দিন সোহাগ। উপস্থিত ছিলেন ড্যাব চট্টগ্রাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব ডা. বেলায়েত হোসেন ঢালী, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. ইফতেখারুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ ডা. মাহতাব উল ইসলাম ও ডা. কাজী শামীম আল মামুন, সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারী ডা. ইসা চৌধুরী ও ডা. ইমরোজ উদ্দিন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেইনি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক ডা. আশাব মেরাজ আসিফ, দপ্তর সম্পাদক ডা. আসিফ ইমরান, কালচারাল সেক্রেটারি ডা. মাহমুদুল হাসান, ডা. জুয়েল, ডা. রুবায়েত রহমান, ডা. তাজদীদ আনান, ডা. মনির, ডা. আজহার, ডা. চয়ন, ডা. রিয়াদ, ডা. সব্যসাচী, ডা.সাদ্দাম, ডা. হাসিব প্রমুখ।

অংশীজনের সাথে মমতার এসআরএইচআর প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন

এসআরএইচআর এবং পুষ্টি পরিষেবা নিশ্চিত করতে স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনে চটগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং ইউপিএইচসিএসডিপি-এর সাথে অংশীজন ওরিয়েন্টেশন ১০ মার্চ ২০২৬ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। মমতার পরিচালিত ‘হেল্থ সিস্টেম রেজিলেন্সি ফর ইম্প্রুভড এসআরএইচআর ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আয়োজনে উক্ত ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে মমতা’র প্রধান নির্বাহী একুশে পদকপ্রাপ্ত সমাজসেবক রফিক আহামদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বক্তব্য রাখেন চসিক সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রানা, শিক্ষা অফিসার নাজমা বিনতে আমিন, এসোসিয়েশন ফর প্রিভেনশন অব সেপটিক এবরশন বাংলাদেশ (বাপসা) এর নির্বাহী পরিচালক ড. আলতাফ হোসেন, ইপসার প্রধান নির্বাহী ড. মো. আরিফুর রহমান, মমতার উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক প্রমুখ। কানাডিয়ান সংস্থা হেল্থব্রিজ ফাউন্ডেশনের সহায়তায়, এসোসিয়েশন ফর প্রিভেনশন অব সেপটিক এবরশন বাংলাদেশ (বাপসা) লিড পার্টনার এবং মমতা ইমপ্লিমেন্টিং পার্টনার হিসেবে ‘হেল্থ সিস্টেম রেজিলেন্সি ফর ইম্প্রুভড এসআরএইচআর ইন বাংলাদেশ প্রকল্প’ বাস্তবায়ন করছে। ওরিয়েন্টেশন সেশনে চটগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ইউপিএইচসিএসডিপি, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ওরিয়েন্টেশনে এসআরএইচআর এবং পুষ্টি পরিষেবা প্রদানের মান উন্নয়নে স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন- এসআরএইচআর এবং পুষ্টি পরিষেবা প্রদানের মান উন্নয়নে স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ এগিয়ে আসলে তা অত্যন্ত ইতিবাচক হবে জনসাধারনের জন্য। এজন্য তিনি মমতার ‘হেল্থ সিস্টেম রেজিলেন্সি ফর ইম্প্রুভড এসআরএইচআর ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের প্রশংসা করেন। এবং এ ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশেনের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে ইফতার সামগ্রী তৈরি তিন প্রতিষ্ঠানকে একলক্ষ টাকা জরিমানা

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে ইফতারি সামগ্রী তৈরি ও বিক্রি করার দায়ে তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বুধবার নগরের কাজির দেউরী ও আন্দরকিল্লা এলাকায় চসিকের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।অভিযানে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে ইফতার সামগ্রী তৈরি, খাবারে ক্ষতিকর হাইড্রোস, এমোনিয়া, কেওড়াজল ও টেস্টিং সল্ট ব্যবহার অপরাধে কাজির দেউরী এলাকার রেডিয়েন্স রেস্টুরেন্ট-কে ৫০ হাজার টাকা, মোমিন রোডের দস্তগীর হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট-কে ৪০ হাজার টাকা ও আন্দরকিল্লা মোড়ের মিট এন্ড ইঠ-কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যহত থাকবে।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮